আমার পিঠা কোথায়?

"পরিবর্তনই বাস্তব। এসো, পরিবর্তনকে আলিঙ্গন করি"

অর্যমা বুদ্ধ

মনু আর মানুর জীবন চলে সেই আগের মতই। ওরা ছুটে প্রত্যুষে, বিশাল খাদ্য-ভান্ডারের উদ্দেশ্যে। পিঠা খায় পেটপুরে। সন্ধ্যায় আবার ফিরে ঘরে। এভাবেই কাটে ওদের সারা বেলা। তারপর ঘুমের ঘোরে, রাত-দুপুরে।

একবার ভেবে দেখেছো, কতটা সময় পাড় হয়ে এসেছি আমরা! পৃথিবী কতটা বদলে গেছে! বদলে গেছে সমাজ, উৎপাদনের ধাচ্। মানুষ, নারী ও পুরুষ। মন ও মনন। সবাই পরিবর্তন আঁকড়ে ধরে। আমাদেরই শুধু ভয়- ঘরে ও বাইরে।

কি মজা! খাওয়া আর ঘুম - ঘুম আর খাওয়া। এটাই যেন কাজ, এটাই ওদের খেলা। ভাবনাহীন নিশ্চিন্ত জীবনে ওরা আজ দিশেহারা। দেহ ও মনের শিরায় শিরায় বয়ে যায় আনন্দের ধারা। জীবন যেন এভাবেই চলবে, অনন্তকাল! 'দেখিস্, পিঠার ভান্ডর ফুরাবেনা কস্মিনকাল।' - মনু মানুকে বলে। ওর কণ্ঠে আত্মবিশ্বাসের আভাস, যা মনুর মনে ঈষৎ আস্থা জোগায়। ' তা বটে' - মিনমিনিয়ে মানু দেয় সায়।

মানুষরূপী ছোট্ট দুটি প্রাণী, মনু আর মানুর কাছে পিঠা কি? শুধুই কি খাদ্য? বেঁচে থাকার মৌলিক দ্রব্য? নাকি আনন্দ-খুশী - হাঁ হাঁ করে প্রাণখোলা অট্টহাসি? নাকি দক্ষিন গোলার্ধে অবস্থিত সেই প্রকান্ড দ্বীপ থেকে দক্ষিন-পূর্ব দিগন্তে তাসমানিয়ার আসমানে দেখা কাসার থালার সমান সন্ধ্যা চাঁদ? পিঠা কি ক্ষমতা? ছলে বলে কলা কৌশলে তৈরী ফাঁদ - খবরদারীর একচ্ছত্র অধিকার?

'অনেক চড়াই-উৎড়াই পেরিয়ে পেয়েছি এ খাদ্য ভান্ডার। এটা তোমার-আমার । আর আমাদের এ ভান্ডার, আমাদেরই থাকবে চিরকাল। রক্ষনা-বেক্ষনে তীর-ধনুকের নেই কোন আকাল।' উচ্চ স্বরে বললেও, কথাগুলি মনু নিজেকেই বলে। এবার তার কণ্ঠের সুরটা অনেকটা খলনায়কের মত শোনায়। কোথায় যেন মধ্য সাহারার হু হু করে আসা-যাওয়া 'লু'র সাথে মিল পাওয়া যায়। ফলে অতীতের আস্থাভরা ইতি বাচক ধারাগুলি ধীরে ধীরে রুপ নেয় দম্ভ এবং মিথ্যে অহংকারের। দম্ভ যে ঠেলে দেয় অন্ধকারে, তাতো পৃথিবীর মানুষের জানা। খোলা চোখে আঁধারে, আশে পাশের পরিবর্তন থাকে ওদের হিসেবের বাইরে। ফলে, প্রতিদিন বিন্দু বিন্দু করে পিঠার ভান্ডার উজাড় হবার খবর রয়ে যায় ওদের দৃষ্টির অগোচরে॥

সেদিনও প্রত্যুষে, মনু-মানু পিঠা স্থলে আসে । এসে যা দেখে, তাতে ওরা হতবাক! মাথায় পড়ে বাজ। পিঠা নেই। এক চিমটিও নেই? মনুর দু-চোখ ছানা-বড়া। মুখমন্ডল রক্ত লাল, যেন আধমরা। 'পিঠা নেই, পিঠা নেই', বলে মনু-মানুর উচ্চস্বরে সে কি চিৎকার! ওরা ভাবে, চিৎকার করলেই বুঝি কেউ রেখে যাবে পিঠা। সরস ধানের তৈরী, ছিলনা কোন চিটা। ওদের আর কি দোষ? After all ওরা তো সেই ছয় সমুদ্র চৌদ্দ নদীর পাড়েরই মানুষ! কর্ণধারদের মর্মবাণীতে মেনেছে পোষ।

মনু-মানুর চিৎকারে সুরঙ্গোঁর দেয়ালে ফাটল ধরে। স্ট্যালেকটাইট ধ্বসে পড়ে - খন্ড বিখন্ড হয়ে। ক্ষত-বিক্ষত, কিন্তু ওরা আজ বাঁধন হারা-মুক্ত। 'নিঃশব্দ চরণে' স্ট্যালেকটাইট স্ট্যালেগমাইটের পাশে আসে। একে-অপরের বাহুডোরে-বন্ধনের শত শত বছরের কাঙ্খিত বাসনা পূরণ হয় এক নিঃশ্বাসে। চিৎকারে নীল পাহাড় কেঁপে তিন কন্যার শতাব্দীর ঘুম ভেঙ্গোঁ যায়। তবুও পিঠার সন্ধান মেলেনা। আশায় আশায় বুক বাঁধে, তবে চরণ চলে না। ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে শূন্য ভান্ডারের পাশে। ধীরে ধীরে মনুর গলার স্বর শান্ত হয়ে আসে। বলে- "এ ভারী অন্যায়। আমাদের পিঠা হল হরী লুট, নাকি ভেসে গেল 'নোয়ার' বন্যায়?"

পাশে দাঁড়িয়ে মানু অবিশ্বাসে মাথা ঝুকে। একবার এদিক, আর একবার ওদিক। যেন লংকার প্রতিক। তাতে হাঁ না, না, তা বোঝা যায় না। মনুর কথায় তার আস্থা ছিল। কিন্তু এখন কি হলো? পিঠা কোথায় গেল?

মনু বিরবির করে কিছু একটা বলে যেন। মানুর তাতে আগ্রহ নেই কোন। এই মুহূর্তে সে আর কিছু ভাবতে পারছে না- ভাবতে চাচ্ছে না। সুড়ঙ্গোর পাশেই নদী। নদীর কলকল শব্দ, সবুজে ঢাকা মনোরম বদ্বীপ-ভূমি, স্নিগ্ধ হাওয়া। এ যেন প্রমিজড্ ল্যান্ড এর পাশে ভুমধ্যসাগরীয় আবহাওয়া। এ সব ও ভালবাসে। তবু আজ এর মাঝেও মানুর দম বন্ধ হয়ে আসে।

ছোট্ট দুটি মানুষরূপী প্রাণীর এহেন আচরণ শুধু অশোভনীয় নয়, নিষ্কলাও বটে। তবে, কষ্টে ওদের প্রাণ ফাটে। আর এর কারণ বোঝা? সেতো অতি সোজা। পিঠা মনু-মানুর অনেক বছরের ফসল। তাই এর প্রতি ওদের মমতা সত্যি আসল। পিঠা ওদের সর্ব সুখের উৎস - খাদ্য, আনন্দ, নিশ্চয়তা এবং ক্ষমতা। এ যেন মনবিজ্ঞানী মাসলোর সমস্ত চাহিদার সুসজ্জিত প্যাকেট। হাতের মুঠোয় পাওয়া স্বর্গের টিকিট! ওরা কি কখনো মাসলোকে meet করেছে? নাকি ব্রব্‌ডিংনাগ এর মত big, অথবা লিলিপুটিয়ানদের মত little সকলের জন্যই এ এক সহজাত বা মৌলিক চাহিদা- যার জন্য মনিষীদের সাক্ষাত গ্রহণ নিস্প্রয়োজন। নিস্প্রয়োজন পান্ডিত্ব প্রদানের শত আয়োজন।

যেহেতু পিঠাই ওদের সব, পিঠার ভাবনায় মনু-মানুর নেই অবসর। বিষয়টি নিয়ে ওরা ভাবে, গভীরভাবে। কোন কূল কিনারা নেই, শুধু অথৈ জলরাশ। এখন আশ্রয় ওদের ভাবনা আর দীর্ঘশ্বাস। একে- অপরকে প্রশ্ন করে - 'এখন কি হবে?' কোন সমাধান খুজেঁ পায় না তারা, খাদ্যবিহীন খাদ্য ভান্ডারের চারিপাশে বার বার ঘুরে আসা ছাড়া।

'পিঠা নেই! এ ভারী অন্যায়। আমাদের প্রতি নিদারুন অবিচার'। এ কাজটি কার? ক্ষিপ্ত হয়ে বিক্ষিপ্তভাবে মানু উচ্চারণ করে বাক্যগুলি। এতে প্রমান করে ওরা এখনও বোঝেনি, এসব নিজেদের নিছক ফাঁকা বুলি- লাভ নেই কোন! বলে- 'পিঠার ভান্ডার ঘিরে আমার নানান রঙের স্বপ্ন ছিল। ছিল সুদুরপ্রসারী পরিকল্পনা। এখন শুধুই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভাবনা। কালও যদি পিঠা না থাকে? আমরা যাবো কোনদিকে? ওরা ভাবে, গভীরভাবে। 'এমনতো হবার কথা ছিলনা। কোন পূর্বাভাস নেই, বিপদ সংকেত নেই। হঠাৎ পিঠা উধাও'- এই বলে হাউ-মাউ। ওরা কাঁদে, রেখে হাত একে-অপরের কাঁধে।

সেদিন রাতে মনু-মানু বাড়ী ফিরে ক্ষুধার্থ জঠরে, অসয্য যন্ত্রনা বয়ে।

সুসু-পুষুর ব্যাপারটা ভিন্ন। ওরা অন্য জাতের প্রাণী। মানুষের মত জ্ঞানী-গুনী-মানী নয় বটে; তবে সিদ্ধান্ত গ্রহনে দারুন চটপটে।

সুসু-পুষু সেই আগের মতই প্রত্যহ প্রত্যুষে আসে পিঠা স্থলে, পার হয়ে সুরঙ্গের অলিগলি। পিঠায় ভরে পাকস্থলী। সেই সাথে খাওয়া শেষে, কি থাকে অবশেষে, তার হিসাব রাখে। পিঠাই ওদের আলোচনার প্রধান শিরনামা। পর্যালোচনা করে মজুতের উঠা-নামা। তাই সেদিন পিঠা স্থলে এসে যখন দেখে পিঠা আর নেই, তা ওদের অবাক করেনি মোটেই। বরঞ্চ এ ছিল প্রত্যাশিত। শুরু সময়ে তা হয় উন্মোচিত।

পিঠার মজুতের উপর, সুসু-পুষুর দৃষ্টি ছিল প্রখর । কাজেই পিঠা নেই, তা নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত বিশ্লেষনও নেই । যেমন- পিঠার কি হলো? কোথায় গেল? এজাতীয় প্রশ্নের অবতারনা ওদের কাছে অবান্তর ধারনা। ওরা জানে এসব ভাবা অনাবশ্যক ও নিস্ফলা কাজ। যার বিন্দু মাত্র মুল্য নেই আজ। পিঠা নেই, এটাই বাস্তব। আর বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে সুসু-পুষু সুড়ঙ্গের পথে আবার বেড়িয়ে পড়ে। এদিক ওদিক করে, স্ট্যালেকটাইট-স্ট্যালেগমাইটকে পাশ কাটিয়ে লম্প-ঝম্পে দ্রুত ছুটে সামনে- নতুন পিঠার সন্ধানে। আগে যায় সুসু, পাছে যায় পুষু। তখন ওদের বুকে জ্বলে আশার জোনাকী আলো।

পরদিন মনু-মানু বাড়ী ছাড়ে অনেক প্রত্যুষে। গন্তব্য মেলে এক শতাংশ ক্রুশে। ভাবে, নিশ্চয় কেউ পিঠা লুকিয়ে রেখেছে ভান্ডারের আশে পাশে, - গেলেই পাবে! পিঠা ফিরে পাবার সম্ভাবনা তাদের তাড়া করে। বারবার নিয়ে যায় শূন্য ভান্ডারের ধারে।

পিঠা আর নেই। থেমে নেই সময়। পরিবর্তন এসেছে বিশ্বময়। এটাই বাস্তব। বাস্তবতাকে মেনে নিতে ওদের যত ভয়। মানু দু'হাতে নিজের চোখ কান চেপে ধরে - জোরেসোরে। সে কিছু দেখতে চায়না, শুনতে চায়না। পিঠা যে তিল তিল করে শেষ হয়েছে তা সে মানতে চায়না। 'নিশ্চয়ই আমাদের পিঠা হয়েছে লুট- মানে কেউ নিয়ে দিয়েছে ছুট।' এটাই ওর বিশ্বাস। ভাবতে পারেনা এভাবে মিথ্যে হয়ে যাবে মনুর দেওয়া আশ্বাস!

মানু হঠাৎ চোখ খুলে। নিজের আশে পাশে দৃষ্টি মেলে। 'কি ব্যাপার?' মনুকে জিজ্ঞেস করে- 'By the way, সুসু-পুষু কোথায়, যায়নিতো কয়ে! দুজনে বেশ কিছুক্ষন খোঁজে। আশে পাশে কোথাও ওদের দেখা যায় না। এমনি পারিনা, তারপর আবার আর এক ভাবনা! 'ওরা গেল কোথায়? তোমার কি মনে হয়, সুসু-পুষুর এমন কিছু জানা, যা আমাদের অজানা?' মানু মনুকে প্রশ্ন করে। - 'ওরা কি জানে?' উপহাসের

সুরে মনু বলে। 'অতি সাধারণ ইঁদুর ওরা। চেহারায় আটো সাটো। বুদ্ধিতে খাটো। ওরা কি বুঝে? আমরা মানুষ জাত ভুক্ত। আমরা বিশিষ্ট। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রাণী। ভুলে গেছ সৃষ্টির আদি কথা, স্বগীয় বাণী! ইঁদুরের কথা ছাড়। আমরা বুদ্ধিতে বড়। তাইতো বিশ্বাসী বিশ্লেষনে। শিঘ্রী পৌঁছিব সমাধানে। তাছাড়া পিঠা আমাদেরই প্রাপ্য।

–'আমাদের প্রাপ্য? কেন ?'– মানুর প্রশ্ন।
–'হ্যাঁ! আমাদের প্রাপ্য! কারণ আমরা বিশিষ্ট। পিঠা ছাড়া আমাদের আর কি থাকে অবশিষ্ট? তাছাড়া এ পরিস্থিতির জন্য আমরা দায়ী নই। আমার দৃষ্টিতে এ সমস্যা অন্যদের সৃষ্টি। আমি দাবী করি এর ষোল আনা ক্ষতিপূরণ। সরছিনা এক পা, তাতে হলে হোক আমার মরন।'

মানুকে তখন গম্ভীর দেখায়। সে চোয়াল চেপে ধরে। বলে মৃদু স্বরে – 'অনেক হয়েছে। কোন প্রয়োজন নেই এ সমস্যার এত জটিল বিশ্লেষনের । নেই গবেষনার সুযোগ। বলতো কোথায় আমাদের মনোযোগ? পিঠা নেই। এটাই বাস্তব। আর তার জন্য আমরাই দায়ী। এটাই সত্য। সত্য আর বাস্তবকে মেনে নিতে আমাদের কেন এত ভয় হয়?'

–'এটা কত সাল, মনু?'
– তাতো জানি না।'
–'কেন? হিসেব করো। মনে পড়ে সেই মহাপুরুষের কথা। মৃত্যুর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যে পৃথিবীর পাপের পরিত্রানের জন্য প্রার্থনা করেছিল, তার জন্মের দিন থেকে হিসেব করো।'
–'তাই বল' । মনু চুপচাপ থাকে কিছুক্ষন। তারপর বলে 'এখন চার হাজার পাঁচ সাল।'

–'একবার ভেবে দেখেছো, কতটা সময় পাড় হয়ে এসেছি আমরা! পৃথিবী কতটা বদলে গেছে! বদলে গেছে সমাজ, উৎপাদনের ধাচ্। মানুষ নারী ও পুরুষ। মন ও মনন। সবাই পরিবর্তন আঁকড়ে ধরে। আমাদেরই শুধু ভয়– ঘরে ও বাইরে। তোমার মনে পড়ে সেই পংক্তি কটিঃ

"পৃথিবী বদলে যায়,
শুধু দেশ থমকে দাঁড়ায়, কুঁচকে ভুরু;
সেই খানে, যেখানে তার যাত্রা শুরু।"

বৃষ্টি ভেজা আর রোদে পোড়া তামাটে রঙের দেহটা সুড়ঙ্গের সেঁদ–আবহাওয়ায় থেকে থেকে সেই যে জলপাই রঙের হলো, পুরোপুরি তিন হাজার নয়শত আটান্ন সালের জলপাই রঙ যেন, তা আজও রয়ে গেল। মাঝে মাঝে অনুজ্জ্বল হয় বটে। তবে জলপাই রঙটাই প্রধান হয়ে লেগে থাকে বদ্বীপের তটে।'

'কিন্তু কেন? কেন আমাদের সবকিছুতে চীরস্থায়ী বন্দবস্ত? কে করে এসব সাব্যস্ত? কারণ কি ভারসাম্য? সত্যি কথা, এ ধরনের ভারসাম্য, কাজে লাগে যত সামান্য। দেখছোতো আমাদের সুড়ঙ্গোঁর জলাশয়– চারিদিকে বন্ধ। ঘন কালচে সবুজ শেওলা জমেছে, এরি মাঝে রূপালী মাছগুলো পরেছে আবন্ধ। পরিবর্তনে প্রবর্তিত সাম্যই সৃষ্টি করে সত্যিকারের ভারসাম্য। এতে ক্ষয় নয়, হয় রূপান্তর– পার হয়ে জরাজীর্ণ স্তর। পরিবর্তনে থাকে যৌবনের জোয়ার। জোয়ারে আসে স্রোত, স্রোতে থাকে গতি। আর গতি জ্বালায় বাতি– হাজারও শিওরে। তুমি কর্ণফুলী দেখেছ? আদিবাসীদের পাহাড় থেকে নেমে আসা সেই জলধারা– ও বাঁধনহারা। ওর দেহ নাচে নাট্যমের ঢং ও ছন্দে। ও মেতে উঠে প্রাণের আনন্দে। যুবকের জোয়ারে ভাসানো ফুল, কর্ণফুলীর স্রোতে ভেসে আসে ভাটায়। দীর্ঘ পথের পরেও তার সুরভি ছড়ায় পাহাড়ী কন্যার বাহারী খোপায়।

–' মনু, আমরা অনেক বেলা করেছি ক্ষয়। আর নয়। এখন নতুন পিঠা খোঁজার সময়।'

সে রাতেও মনু–মানু জঠরের যন্ত্রনা নিয়ে বাড়ী ফেরে। ফেরার পথে স্ট্যালেকটাইটের টুকরো দিয়ে সুড়ঙ্গোঁর গায়ে মানু বড় বড় বর্ণে লিখেঃ "পরিবর্তনই বাস্তব। এসো, পরিবর্তনকে আলিঙ্গান করি ।"

(চলবে)

'আমার পিঠা কোথায়?', স্পেন্সার জনসনের লেখা 'হু মুভড্ মাই চিজ্'এর ছায়ায় রচিত। লেখাটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে। এটা ২য় পর্ব।